গঙ্গাধর একাডেমির শতবর্ষে শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ স্কুলের শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বেলদা গঙ্গাধর একাডেমি স্কুলকে হেরিটেজ স্কুল হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করার পাশাপাশি স্কুলের শতবর্ষ ভবন নির্মাণ করে দেওয়ার কথা বললেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেলদা গঙ্গাধর একাডেমি উদ্‌যাপন করছে স্কুলের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্র ও সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র। শিক্ষামন্ত্রী স্কুলে উপস্থিত হয়ে স্কুলের সর্বাত্মক সাফল্যের কথা ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে উদ্বোধন করেন বেলদা গঙ্গাধর একাডেমি স্কুলের শতবর্ষ ভবনের শিলান্যাস করা হয়েছে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট। দ্বিতীয় দিনে ছিল প্রাক্তনী পুনর্মিলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্কুলের কৃতিসহ অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসেন স্কুল জীবনের স্মৃতিকে মনে রেখে। স্কুল জীবনের স্মৃতি উপলব্ধি করার পাশাপাশি উপরি পাওনা হিসাবে জুটেছে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্র-সহ সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রকে সামনে থেকে দেখা ও তাঁদের কথা শোনা। স্কুলের শতবর্ষ পূর্তির সূচনা অনুষ্ঠানে এসে নষ্টালজিক হয়েছেন অনেকেই। বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হন বেলদা গঙ্গাধর একাডেমি স্কুলে। মঞ্চ অনুষ্ঠানের শুরুতে শতবর্ষ ভবনের শিলান্যাস করেন শিক্ষামন্ত্রী। পরে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল শীট শতবর্ষের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। বক্তব্য দিতে উঠে পার্থবাবু বলেন, আমি এই স্কুলে না এলে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যেত। আমি অভিভূত। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে শিক্ষায় আরও উন্নতি করা যায়। শিক্ষাকে গ্রামে গ্রামে এমনকি প্রত্যেকটি পরিবারের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক যেন অটুট থাকে। একইসঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, স্কুলের শতবর্ষ ভবনটির প্ল্যান রূপায়ণ করে পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে পাঠালে রাজ্য শিক্ষাদপ্তর তা নির্মাণ করে দেবে। তার জন্য স্কুলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর এই আশ্বাস পেয়ে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ-সহ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক-অভিভাবিকারা। শিক্ষামন্ত্রী এদিন শিক্ষা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং স্কুলের উন্নয়ণ ও পঠনপাঠন নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন। একইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্র। ছিলেন সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান কার্যত ছিল চাঁদের হাট। এদিন মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর ট্রাস্টের পক্ষ থেকে 'বিদ্যালংকার' উপাধি দেওয়া হয় শিক্ষামন্ত্রীকে। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা পরিবার সদস্য ব্রহ্মময় নন্দ, চৈতন্যময় নন্দ, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অমরকুমার শীল, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান নারায়ণ সাঁতরা, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজিত মাইতি, কর্মাধ্যক্ষ সূর্যকান্ত অট্ট, বিধায়ক দীনেন রায়, প্রদ্যোৎ ঘোষ, শ্রীকান্ত মাহাতো, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ননীগোপাল শীট-সহ অনেকেই। এদিন শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চারুচন্দ্র কলেজে ছাত্র-অধ্যাপকদের আন্দোলনের জেরে অচলাবস্থা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে কলেজ খোলার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বেলদা গঙ্গাধর একাডেমি স্কুলের শতবর্ষ পূর্তির সূচনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান চলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের দুই দিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল তমলুকের রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ডিআইজি বাস্তব বৈদ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার ভি সলমন-সহ জেলার পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, এই প্রতিযোগিতায় জেলার সমস্ত থানার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা যোগদানের পাশাপাশি সিভিক ভলেন্টিয়ারেরাও যোগ দিয়েছে। প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে সকালে প্যারেড ও মশাল দৌড় হয়। শুক্রবার পুলিশ কর্মীদের পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে কয়েকটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানা গেছে। পুলিশের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেখতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এলাকার বহু মানুষ রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে ভিড় জমান।

খড় পুড়িয়ে দূষণ, নিষেধ কৃষি দপ্তরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বর্তমান সময়ে সমস্ত মাঠে আমন ধানের চাষ শেষ হয়ে গিয়ে বোরো মরশুমের ধান চাষ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বহু জায়গায় বীজতলা প্রায় তৈরী। কিন্তু আমন মরশুমের ধান উঠে যাওয়ার পরে ধান গাছ কাটার পর গাছের অবশিষ্টাংশ বর্তমানে অনেক কৃষক গাছের ঐ সমস্ত অংশ আবার কেউবা খড় মাঠের মধ্যেই পুড়িয়ে ফেলছেন। এই প্রচলনটি বিগত কয়েক বছর চাষিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া, এগরা, পটাশপুর, ভগবানপুর-সহ পাশের জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা, খড়গপুর, মোহনপুর-সহ বহু জায়গায়। চাষিদের মধ্যে ধারণা খড় পুড়লে ঐ ছাই মাঠে সার তৈরী হয়। এই ধারণায় মাঠের পর মাঠ খড় পুড়িয়ে ফেলছেন কৃষকেরা। তবে এই ঘটনায় চিন্তায় রীতিমতো কৃষিদপ্তর। চাষিদের এই বিষয়ে সতর্ক করতে শুরু করেছে দপ্তর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কৃষি আধিকারিক ডঃ মৃণালকান্তি বেরা জানান, এই পদ্ধতি পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অত্যধিক খড় পোড়ানোর ফলে পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে। পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এছাড়া মাটির মধ্যে উপকারী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়াগুলি মাটির ওপর পোড়ানোর ফলে এগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে তা মোটেই কাম্য নয়। মৃণালবাবু আরো জানান, কৃষকেরা মাঠের খড়কে পচিয়ে তা কৃষি ক্ষেতে প্রয়োগ করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। মাঠের মধ্যে খড়কে পোড়ানো পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লকে কৃষি আধিকারিকের মাধ্যমে কৃষকদের বোঝানো শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলি। সম্প্রতি পাঞ্জাব ও দিল্লিতে যে ব্যাপক ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিল সেটাও পরিবেশবিদ্‌রা মনে করছেন ঐ সমস্ত এলাকায় মাঠের পর মাঠ খড় পোড়ানোর ফলেই পরিবেশে ব্যাঘাত ঘটেছিল। তারপর থেকেই চিন্তিত পরিবেশবিদরা মাঠে এই খড় পোড়ানোর বিষয়ে। তাই এখন জেলার কৃষিবিদরা রীতিমতোই চিন্তিত।

চণ্ডীপুরে দিন রাতের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুরের কালিকাখালিতে অনুষ্ঠিত হল এক দিনের দিন ও রাতের নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। কালিকাখালি স্পোর্টস্ এন্ড কালচারাল ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই খেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য স্পোর্টস্ কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অশোক দাস পট্টনায়েক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ পার্থসারথী দাস, শিশু ও নারী কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ অপর্ণা ভট্টাচার্য, শিক্ষক অতনু ঘোড়াই প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলি হল বলভদ্রপুর ফুটবল একাদশ, তমলুক স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন, জলপাই সন্ধ্যা সংঘ, ভগবানপুর যাদবপুকুর ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, পাঁশকুড়া সেভেন স্টার ক্লাব, বাগনান কল্যাণপুর যুব শান্তি ফুটবল একাদেমি, দামোদরপুর মৈত্রী সংঘ, কাপাসএ্যাড়া গোষ্ঠবিহারী স্মৃতি সংঘ, হলদিয়া আউমা স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন, কাঁথি এবিসিডি ক্লাব, উসমানপুর আঁখি ক্লাব, বেহালা অঙ্কুর ক্লাব, নানকার কে নেতাজী ফুটবল এ্যাকাডেমি ও সারিপুর শ্মশানকালী সংঘ।

রামনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বুধবার রামনগর ১ ব্লকের পদিমা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ দেবব্রত দাস, পদিমা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সোমা দাস গিরি, রামনগর ১ ব্লকের কিষাণ ও ক্ষেত মজদুর সেলের সভাপতি প্রদীপ দে, পদিমার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য পরিমল গিরি প্রমুখ।

দেবব্রত বাবু বলেন, পদিমা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি বুথে তৃণমূলের সংগঠনকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে বুথস্তরের নেতৃত্বদের। প্রত্যেক শাখা সংগঠনকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখা যাবে না। যুবকদের আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এই সরকারের জনহিতকর প্রকল্পের উন্নয়ণের খতিয়ান এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি তিনি তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, এলাকায় বাম-বিজেপির কাছ থেকে নিজেদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

এদিনের সম্মেলনে পাঁচ শতাধিক তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা হাজির ছিলেন।

৪তম বর্ষে জঙ্গলমহল উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ণ বিষয়ক দপ্তর ও পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ণ পর্ষদের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম কুমুদ কুমারী ইনস্টিটিউশন ময়দানে শুরু হল চতুর্থ বর্ষের জঙ্গলমহল উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের আহমেদপুর জনসভা থেকে জঙ্গলমহল উৎসবের সূচনা করেন। এদিনের উৎসবে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজির হয়েছে অসংখ্য নাচের দল ও অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্পের দোকান। এদিন অনুষ্ঠানে সাক্ষী ছিলেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ণ পর্ষদের মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো, মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো, বিধায়ক সুকুমার হাঁসদা, সভাধিপতি সৃষ্টিধর মাহাতো, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার ডিএম, পুলিশ সুপার-সহ অসংখ্য শিল্পী ও মানুষজন। এই উৎসব চলবে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সরঞ্জাম প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না থানার অন্তর্গত মা তারা হার্ডওয়ার্স নামক একটি দোকানদারের উদ্যোগে গড়সাফাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে খাতা ও কলম তুলে দেওয়া হয় মঙ্গলবার। 'টু ডে চিল্ড্রেরেন টুমরো ফিউচার' এই কথাকে মাথায় রেখে এই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় মনোনিবেশ করার উদ্যোগ বাড়ানোর জন্য এই প্রয়াস।

অজয় বিদ্যাপীঠের সুবর্ণজয়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ তমলুক থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে অবস্থিত ঘোড়াঠাকুরিয়া অজয় বিদ্যাপীঠের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আত্মব্রতানন্দ, ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র, রঘুনাথপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ গৌরহরি মাজি-সহ বিশিষ্টরা। দুই দিন ব্যাপী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, নাটক-এর মধ্য দিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করে।

বিজেপির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বীনপুর ঃ একশো দিনের কাজ-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে ১৬ দফা দাবি নিয়ে বীনপুর থানার হাড়দার পঞ্চায়েত সমিতির কাছে ডেপুটেশন দেয় বিজেপি। তাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তালিকা অনুযায়ী টাকা দিতে হবে। এলাকায় কতগুলি শৌচালয় নির্মাণ হচ্ছে তার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। এছাড়াও একাধিক দাবি নিয়েই এদিনকার এই স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি। ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি কমিটির সদস্য বাপ্পা দত্ত বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন পঞ্চায়েতের টাকা যাচ্ছে কালীঘাটে।

কাঁথি ১ ব্লকের মাজনায় একটা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন সমাজসেবী উত্তম বারিক ও কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত। নিজস্ব চিত্র